তারিখ ... 08 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম ...৬...

সংবাদ

শিক্ষক নিবন্ধন সনদ

বারবার মেয়াদ ও পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনে বিপাকে ৬ লাখ সনদধারী

রাকিব উদ্দিন

বারবার নিয়ম পরিবর্তনের কারণে সারাদেশে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা নিয়ে গোলকধাঁধা সৃষ্টি হচ্ছে। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও নিয়োগ না পেয়ে দীর্ঘ হতাশায় ভুগছেন প্রায় ছয় লাখ চাকরি প্রার্থী। কিন্তু শিক্ষা প্রশাসন এ ব্যাপারে স্থায়ী কোন ব্যবস্থা না নিয়ে বারবার নিয়মকানুন পরিবর্তন করে জটিলতো বাড়াচ্ছে বলে অভিযোগ এনটিআরসিএর সনদ অর্জনকারীদের।

এদিকে যারা নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে তাদের ২০ শতাংশও শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাচ্ছে না। এতে স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠছে- পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া প্রার্থীদের মধ্যে ৮০ শতাংশই নিয়োগের বাইরে থাকলে বারবার কেন এই পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে **শিক্ষক** : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

শিক্ষক : নিবন্ধন

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

বর্তমানে সারাদেশে প্রায় ছয় লাখ নিবন্ধনধারী শিক্ষক হওয়ার যোগ্য প্রার্থী রয়েছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

২০০৫ সালের ২০ মার্চ থেকে বেসরকারি হাইস্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমপিওভুক্ত পদে নিয়োগ পেতে শিক্ষক নিবন্ধন সনদ বাধ্যতামূলক করা হয়। ওই বছরই প্রথম শিক্ষক নিবন্ধন (এনটিআরসিএ) পরীক্ষা নেয়া হয়। প্রথমে এই সনদের মেয়াদ ধরা হয়েছিল পাঁচ বছর অর্থাৎ এনটিআরসিএ সনদ অর্জনের পাঁচ বছরের মধ্যে বেসরকারি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়া যাবে।

পরবর্তীতে শিক্ষা সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশ ও বিভিন্ন মহলের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ২০১২ সালে এই সনদের মেয়াদ বাড়িয়ে করা হয় আজীবন। কিন্তু সর্বশেষ ২০১৫ সালে এনটিআরসিএ সনদের মেয়াদ কমিয়ে করা হয় তিন বছর।

এ ব্যাপারে শিক্ষক-কর্মচারী সংগ্রামী ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী নজরুল ইসলাম রনি সংবাদকে বলেন, ‘নিবন্ধন সনদের মেয়াদ ও এ সংক্রান্ত বিধিবিধান বারবার পরিবর্তন করে যোগ্য শিক্ষক প্রার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করছে মন্ত্রণালয়। এভাবে স্বেচ্ছাচারিতা চলতে পারে না। ছয় লাখ ব্যক্তি শিক্ষকতার সনদ অর্জন করলেও নিয়োগ কার্যক্রম বন্ধ করে আমলাদের নিয়ন্ত্রণে নেয়া হয়েছে। আগে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা যেটুকু অনিয়ম করতো, এখন আমলারা আরও কয়েকগুণ বেশি নিয়োগ বাণিজ্য করবে।’

২০০৫ সাল থেকে এখন পর্যন্ত মোট ১৩টি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ১৪তম নিবন্ধন পরীক্ষার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কিন্তু গত বছর এনটিআরসিএ সনদের মেয়াদ তিন বছর নির্ধারণ করায় অধিকাংশ সনদধারীর মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এতে প্রার্থীদের মধ্যে তীব্র হতাশা বিরাজ করছে। অনেকেই শিক্ষক হওয়ার প্রত্যাশা ত্যাগ করে অন্য পেশায় যুক্ত হয়েছেন।

সনদের মেয়াদ কমানোয় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ১১ ও ১২তম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীরা। ১২তম নিবন্ধন পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর থেকেই সারাদেশের এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ বন্ধ রেখেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সর্বশেষ পরীক্ষাও হয়েছে পুরনো পদ্ধতিতে। ১২তম এনটিআরসিএ পরীক্ষার ঘোষণার পরপর এই পরীক্ষা ও নিয়োগ পদ্ধতি পরিবর্তন করা হয়। পরিবর্তন করা হয়েছে এ সংক্রান্ত আইনের বিধিবিধান। এই পরিবর্তনের কারণে এখন প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) আর শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারছে না। অর্থাৎ নিবন্ধন সনদধারীদের মধ্য থেকে এনটিআরসিএ কর্তৃপক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাহিদার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ দিবে। প্রথম থেকে ৫ম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিবন্ধন সনদের মেয়াদ আছে কি না তা নিয়ে সন্দিহান মাউশির কর্মকর্তারা।

এ ব্যাপারে রাজধানীর একটি স্বনামধন্য স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংবাদকে বলেন, ‘আমরা অনেক যাচাই বাছাই করে শিক্ষক নিয়োগ দিতাম। এতে আমাদের প্রতিষ্ঠান দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের একটিতে স্থান পেয়েছে। কিন্তু এখন আমলাদের মনোনীত ব্যক্তিকে যদি আমাদের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হিসেবে চাপিয়ে দেয়া হয় তাহলে কি প্রতিষ্ঠানের মান ধরে রাখা যাবে?’

এদিকে পুরনো পদ্ধতিতে এনটিআরসিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগযোগ্য মোট শূন্যপদের ২০ শতাংশ বরাদ্দ রাখার চিন্তাভাবনা করছে মাউশি। বাকি ৮০ শতাংশ পদে নিয়োগ দেয়ার চিন্তাভাবনা চলছে নতুন পদ্ধতিতে নেয়া ১৩ম নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্য থেকে।

যদিও বেশিরভাগ নিবন্ধনধারী চাইছেন আগে সনদ অর্জনকারীদের নিয়োগ দেয়া হোক। এরপর নতুন পরীক্ষা নেয়া হোক। আবার কেউ কেউ মনে করছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগযোগ্য ৮০ শতাংশ পদ পুরনো নিবন্ধন সনদধারীদের জন্য সংরক্ষণ করে নতুন ১৩তম পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে।

গত বছর জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের মাধ্যমে শূন্যপদের যে তালিকা সংগ্রহ করেছিলেন তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি এনটিআরসিএ কর্তৃপক্ষের এক আদেশে দেশের সকল বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানগণ শূন্যপদের তালিকা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে আপলোড করছেন।